যুগান্তর

তারিখ: 28 NOV 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি অবসর ও কল্যাণ সুবিধার প্রাপ্য

দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকছেন ৭২ হাজার শিক্ষক

মুসতাক আহমদ

ভোলার একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা অবসরে গেছেন ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। অবসর সুবিধার অর্থ পেতে তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অবসর সুবিধা বোর্ডে আবেদন করেন। প্রায় তিন বছর হতে চলল, আজও তা পাননি। সংশ্লিষ্ট দফতরে খোঁজ নিলে তাকে ২০১৭ সালে যোগাযোগ করতে বলা হয়। এই শিক্ষিকা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অপর আর্থিক সুবিধার জন্যও একই সময়ে আবেদন করেন। সেখান থেকেও আজ পর্যন্ত কোনো অর্থ পাননি। অথচ দীর্ঘ চাকরি জীবনে যে এমপিও পেয়েছেন, সেখান থেকে এই দুই তহবিলের জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেটে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, এই শিক্ষিকার মতোই প্রায় ৭২ হাজার শিক্ষক অবসর এবং কল্যাণ সুবিধার অর্থের জন্য আবেদন করেও পাচ্ছেন না। এই ৭২ হাজারের মধ্যে অবসর বোর্ডে আবেদন করে টাকার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রায় ৪৭ হাজার শিক্ষক। কল্যাণ তহবিলে আবেদনকারী আছেন প্রায় ২৫ হাজার।

ঢাকার পলাশী এলাকায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যালয় অবস্থিত। এই দুই দফতরে গত এক সপ্তাহ সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ভোগান্তির শিকার শত শত শিক্ষকের ভিড়। তাদের কেউ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা, কেউ বয়সজনিত নানা রোগশোকে আক্রান্ত। শেষ বয়সে উপার্জন বন্ধ হওয়ায় এসব শিক্ষকের অনেকে অনাহারে-অর্ধাহারেও দিন কাটাচ্ছেন। অবসর আর কল্যাণ ফান্ডের আর্থিক সুবিধা তারা পাচ্ছেন না।

অবসর সুবিধা বোর্ডে সর্বশেষ সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যক্ষ আসাদুল হক। আর কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব ছিলেন অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু। ৬ মাস আগে অধ্যক্ষ হক এবং দু'সপ্তাহ আগে অধ্যক্ষ সাজুর মেয়াদ শেষ হয়। বর্তমানে এই দুটি পদ খালি রয়েছে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, নির্বাহী প্রধানের পদ খালি থাকায় দুটি সংস্থারই স্বাভাবিক কার্যক্রম চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষকদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শিক্ষক : মাথা ঠুকছেন ৭২ হাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাজার হাজার শিক্ষকের দুর্ভোগের বিষয়ে জানতে চাইলে সরকারপন্থী এই দুই শিক্ষক নেতা যুগান্তরকে বলেন, অর্থ সংকটই সংস্থা দুটির মূল সমস্যা। যে সংখ্যক শিক্ষক আবেদন করেন, তাদের সুবিধা দেয়ার জন্য সেই পরিমাণ অর্থ নেই। ফলে আবেদনের পর শিক্ষকদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। অনেকে টাকার অপেক্ষায় থেকে থেকে মারাও গেছেন। এ সংকট মেটাতে হলে অন্তত দুই হাজার কোটি টাকা লাগবে। আর পে স্কেল বাস্তবায়নের পর এ চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'ফান্ড সংকটের কারণে আমরা সব আবেদনকারীকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না। এই বাস্তবতার কারণেই অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে ভাতা পরিশোধ করে যাচ্ছি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা, হজ বা তীর্থযাত্রী, অসুস্থ এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে আবেদনকারী সন্তানরা আছেন এ তালিকায়। আগে এসব আবেদনকারী চেকের জন্য ঘুরতেন। বলতে গেলে এখন তাদের পেছনে চেক ঘোরে। এমন ঘটনাও আছে আমরা হাসপাতালে টাকা পৌঁছে দিয়েছি।' তিনি জানান, তহবিল সংকট দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। অর্থের সংস্থান করা গেলে সবার মুখে হাসি ফোটানো যাবে।

দুই সংস্থাই অনিয়ম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত

মন্ত্রণালয় থেকেও ফাইল গায়েবের অভিযোগ

এদিকে এই সংকটকে পুঁজি করে একটি চক্র গড়ে উঠেছে দুই সংস্থায়। তারা জালিয়াতি করে সরকার ও শিক্ষকদের লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চক্রের সদস্যরা শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থের কমিশন বা উৎকোচ নিয়ে অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তাদের 'খুশি' না করলে কম সুবিধা দেয়া বা দিনের পর দিন ঘোরানোর অভিযোগও রয়েছে। এই অভিযোগ অবশ্য অবসর বোর্ডের বিরুদ্ধে বেশি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, অন্য এক ব্যক্তিকে রাজশাহীর মৃত শিক্ষক তাহাজউদ্দিনের পুত্র সাজিয়ে (হুমায়ুন কবির নামে) প্রায় ৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী চাকরির ১০ বছর পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও শেরপুরের মৃত শিক্ষক শাহনারার নামে আড়াই লাখ টাকা দেয়া হয়। টাঙ্গাইলের ৫২৩৯২ ডকেট নম্বরধারী এক শিক্ষক ৪ লাখ টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয় ৮ লাখের বেশি। রংপুরের ৪২৯২ ডকেট নম্বরের এক শিক্ষককে সাড়ে ১২ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। একই শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকেও অতিরিক্ত টাকা তুলে নেন। এ ঘটনায় কল্যাণ ট্রাস্ট মামলা করেছে। এ রকম নানা অনিয়মের অভিযোগ জমা পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে ওই ফাইল গায়েব হয়ে যাওয়ারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে অবসর বোর্ডের সদ্য সাবেক সদস্য সচিব অধ্যক্ষ হক বলেন, 'আমার আমলে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ঘটেনি। আমি শক্ত হাতে বোর্ড চালিয়ে এসেছি।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব নামপ্রকাশ না করে জানান, তিনি ৬ মাসের জন্য একবার বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তখন এমন দুটি কেস ধরা হয়েছিল। বোর্ডের আরেক সাবেক সদস্য বলেন, পেশাদার অডিট সংস্থা দিয়ে নিরীক্ষা করানো হলে দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগ বের হবে।

জানা গেছে, অবসর সুবিধা তহবিলে শিক্ষকদের এমপিও থেকে চার শতাংশ হারে অর্থ কেটে নেয়া হয়। এই হিসাবে প্রতি মাসে জমা হয় গড়ে ১৭ কোটি টাকা। প্রতি মাসে অবসরে যাচ্ছেন গড়ে ৯৫০ জন শিক্ষক। তাদের প্রাপ্য মেটাতে মাসে লাগে অন্তত ৫৭ কোটি টাকা। এই হিসাবে মাসে ঘাটতি পড়ছে কমপক্ষে ৪০ কোটি টাকা। কল্যাণ ট্রাস্টের সদ্য বিদায়ী সদস্য সচিব অধ্যক্ষ সাজু বলেন, সাধারণত অবসরের তিন ভাগের এক ভাগ সুবিধা পাওয়া যায় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে। সেই হিসাবে মাসে অন্তত ১৯ কোটি টাকা লাগে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বর্তমানে অবসর বোর্ড ২০১১ সালের জুলাই মাসের আবেদন নিষ্পত্তি করছে। এ খাতে জট আছে সাড়ে ৪ বছরের। নতুন পে স্কেল বাস্তবায়নের পর এটা বেড়ে হবে ৯ বছর। কল্যাণ ট্রাস্ট এখন ২০১৩ সালের মে মাসে আছে। এখানে জট আছে প্রায় আড়াই বছরের, যা বেড়ে হবে ৫ বছর। অর্থাৎ একজন শিক্ষককে আবেদনের পর অবসর সুবিধার জন্য ৯ বছর এবং কল্যাণ সুবিধার জন্য ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

অধ্যক্ষ আসাদুল হক ও অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু জানান, সপ্তম পে স্কেল অনুযায়ী একজন শিক্ষক কল্যাণ সুবিধা হিসেবে ৬ লাখের কিছু বেশি টাকা পেয়ে থাকেন। সাধারণত একজন শিক্ষক যে ক'বছর চাকরি করেন, সে বছরগুলোর হিসাব কষে এ সুবিধা নির্ধারণ করা হয়। আর অবসর সুবিধা পেয়ে থাকেন কল্যাণ তহবিলের তিনগুণ বা প্রায় ২০ লাখ টাকা। তবে চাকরি ২৫ বছর পূর্ণ না হলে গোটা সুবিধার জন্য কেউ বিবেচিত হন না। ২৫ বছরের কম হলে বিভিন্ন হারে সুবিধা দেয়া হয়। ১০ বছরের কম চাকরিকাল হলে অবসর সুবিধা কাউকে দেয়া হয় না। ওই দুই সাবেক কর্মকর্তা বলেন, আইন অনুযায়ী সরকারের সর্বশেষ যে পে স্কেল থাকবে, সেটার আলোকে সুবিধা দিতে হবে। অষ্টম পে স্কেলে বেতনভাতা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সে হিসাবে এখন যে টাকায় দু'জন শিক্ষকের প্রাপ্য পরিশোধ করা যায়, নতুন পে স্কেল বাস্তবায়ন হলে সেই টাকায় তখন একজনেরটা দেয়া যাবে। এই হিসাবে আবেদন নিষ্পত্তির জট দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সংকট রূপ নেবে মহাসংকটে। এ কারণে এখনই এই দুই সংস্থার তহবিলে বাড়তি বরাদ্দ অথবা বিকল্পভাবে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য, সরকার এককালীন ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে ২০০৪ সালে অবসর বোর্ড গঠন করে। বর্তমানে এ তহবিলে প্রায় ২০০ কোটি টাকা আছে। কল্যাণ ট্রাস্টে অবশ্য সরকার কোনো অনুদান দেয়নি। তবে এ সংস্থার তহবিলে বর্তমানে ২৫৭ কোটি টাকা আছে।

সমাধানের সুপারিশ : বিকল্প পথে এই দুই সংস্থার তহবিল গঠন সম্ভব বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। কল্যাণ ট্রাস্টের সদ্য বিদায়ী সদস্য সচিব অধ্যক্ষ সাজু বলেন, ১৯৯০ সালে এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকালে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বছরে ৫ টাকা করে নেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু ২০০২ সালে ওই নিয়ম বন্ধ করা হয়। এটা বন্ধ করা না হলে এই ১৩ বছরে অন্তত ২০০ কোটি টাকা পাওয়া যেত। আবার প্রতিষ্ঠার পরপর ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ কারণে ওই ৫ বছর বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও থেকে ২ শতাংশ হারে যে অর্থ কাটার কথা, তা হয়নি। এর ফলে পাঁচ বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ট্রাস্টে জমা হয়নি। এই ৭০০ কোটি টাকা তহবিলে জমা পড়লে আজ কোনো সংকট থাকত না। অধ্যক্ষ সাজু আরও বলেন, আমরা ২০১০ সালে সুপারিশ করেছিলাম শিক্ষকদের এমপিও থেকে ২ শতাংশের পরিবর্তে ৪ শতাংশ করে নেয়ার। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বার্ষিক ২০ টাকা করে নেয়ারও সুপারিশ করা হয়েছিল। এখনও এ দুটি সুপারিশ কার্যকর করা হলে ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত সংকট থাকবে না।

তদবিরে আটকে আছে নিয়োগ : আইন অনুযায়ী কেবল এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা এই দুটি সংস্থার সদস্য সচিবের পদে আসীন হতে পারেন। সরকারের আর কোনো দফতরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আসীন হওয়ার সুযোগ নেই। এ কারণে এই দুটি পদ দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন সরকারপন্থী বেসরকারি সংগঠনের কয়েকজন শিক্ষক নেতা। এ কারণে সদস্য সচিব নিয়োগে বিলম্ব হচ্ছে বলে দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী আজারবাইজান সফর শেষ করে দেশে ফেরার পর এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে জানা গেছে।